দৈনিক আমাদের সময়

তারিখ 19 APR 2017
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কক্ষ দখলের মহড়া

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কক্ষ দখলের মহড়া চলছে। এক পক্ষ রুম থেকে আসবাবপত্র
বের করে দিচ্ছে। আরেক পক্ষ রুমে তালা ঝুলিয়ে দিচ্ছে। দুইদিন ধরে এমন
মহড়া চলে সচিবালয়ে ৬ নম্বর ভবনের ১৯ তলার ১৭১০ নম্বর রুম ঘিরে।
জানা গেছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় দুই ভাগ হওয়ার পর থেকেই কর্মকর্তা-
কর্মচারীদের তীব্র ক্ষোভ বিরাজ করছে। কয়েক মাসের পুঞ্জিভূত ক্ষোভ গত
রোববার ও মঙ্গলবার রুম দখল পর্যায় পৌঁছেছে। চর দখলের মতোই এক নারী
কর্মকর্তার রুম দখলের ঘটনা ঘটেছে। গত ৩০ নভেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং মাদ্রাসা ও কারিগরি বিভাগ– এ দুই ভাগে
ভাগ করা হয়। সচিবালয়ের ৬ নম্বর ভবনের ১৮ ও ১৯ তলা থেকে কারিগরি ও
মাদ্রাসা বিভাগের কর্মচারীদের পাঠানো হয় সচিবালয়ের বাইরে পরিবহন পুলে।
একই মন্ত্রণালয়ের অধীন কর্মকর্তা-কর্মচারী হওয়ার পরও সচিবালয়ের বাইরে
অফিস স্থান্তরের কারণে মাদ্রসা ও কারিগরি বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে
চরম অসন্তোষ দেখা দেয়। এরপরও ৬ নম্বর ভবনের ১৭১০ নম্বর রুমে বসতেন
মাদ্রাসা ও কারিগরি বিভাগের উপ-প্রধান কর্মকর্তা।
অভিযোগে জানা গেছে, 'অ' আদ্যক্ষরের এক অতিরিক্ত সচিব ও 'শ'
আদ্যক্ষরের এক সিনিয়র সহকারী সচিব গত রোববার ১৭১০ নম্বর রুম থেকে
মালামাল সরিয়ে নেওয়ার জন্য হুমকি দেন। কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের সচিব
বিদেশে থাকায় তারা বিষয়টি বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জানান। তারা
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের ওই অতিরিক্ত সচিবের সঙ্গে আলাপ করেন এবং
সচিব দেশে না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেন; কিন্তু গত সোমবার দুপুরের
দিকে ওই রুম থেকে চেয়ার বের করে দেওয়া হয়। একই দিন বিকালে আবার ওই
রুমের সবাইকে বের করে দিয়ে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।
এ প্রসঙ্গে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জানান, মন্ত্রণালয় দুই বিভাগে
ভাগ হওয়ায় রুম সংকট দেখা দিয়েছে। এক যুগ্ম সচিবকে বসার কোনো রুম
দেওয়া যাচ্ছিল না। এজন্য উপ-প্রধানকে অন্য এক উপ-সচিবের রুমে বসার ব্যবস্থা
করে, তাকেও পৃথক বসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল; কিন্তু উপ-প্রধান সেখানে না বসে
রুমটি তালা দিয়ে চলে যান। একজন সরকারি কর্মকর্তা এটা করতে পারেন না।
বাধ্য হয়ে তালা ভেঙে সেখানে যুগ্ম সচিবকে বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
গতকাল দুপুরে ওই রুমে গিয়ে দেখা যায়, সেখানে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা
বিভাগের যুগ্ম সচিব (অডিট) আহমদ শামীম আল রাজী বসে দাপ্তরিক
কাজ করছেন।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং..........
তারিখ..........
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
...নিক কর্মকর্তা
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর